শিল্পমন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পর ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	শিল্পমন্ত্রণালয়	৪টি	৩টি	-	১টি	৪টি	৪টি	৩৩-৮৩%	৪টি	৫.৩২-১১.৯৭%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৪টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: পিউব্লিউডি ’র রেট সিডিউল পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি এবং পূর্ত কাজের নির্মানে গণপূর্তঅধিদপ্তরের এগাফিলতি বিএসটিআই ’র গবেষনাগার সমূহের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ঋণপত্র (এল/সি) খোলা বিলম্ব ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ প্রকল্পের আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাব যথাযথ হয়নি প্রকল্পের আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাবের ওপর গত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : “সে সকল যন্ত্রপাতির খাত হতে অর্থ হ্রাস করে সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রেখে সংস্থার রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয় করা হ ;বে না, মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।” এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্ত:খাত সমন্বয়ের জন্য পুনগর্ঠিত ডিপিপিতে (ডিপিপি-পৃষ্ঠা-১৭) বাদ দেয়া আইটেমসমূহ কেপিএম/বিসিআইসির নিজস্ব তহবিল হতে ক্রয় করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে অঙ্গসমূহের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় করা যায় কিন্তু কোন অঙ্গ বাদ দেয়া যায় না । বিগত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে আইএমইডি ’র প্রতিনিধি পরিকল্পনা শৃংখলা বজায় রেখে আন্ত:খাত সমন্বয় করার পক্ষে মত প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিও কোন যন্ত্রপাতি অনুকূলে বরাদ্দ শূণ্য করে অন্য যন্ত্রপাতির বরাদ্দ সমন্বয় করা ঠিক নয় মর্মে মতামত দেন। তথা ; পি আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে বেশ কিছু আইটেম এর বরাদ্দ শূণ্য করে অর্থাৎ ঐ সকল আইটেম ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় ।	৩.১ প্রকল্পের আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাবে যে সকল যন্ত্রপাতির খাত হতে অর্থ হ্রাস করে সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়, সেগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রেখে সংস্থার রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়ন করা র শর্তে আন্ত: খাত সমন্বয় করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি সংস্থার রাজস্ব খাত হতে সংগ্রহ করা হয়নি। এতে মূল ডিপিপির অনুশাসনের ব্যত্যয় এবং উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আন্ত:খাত সমন্ব য়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় করা যায় কিন্তু কোন অঙ্গ বাদ দেয়া যায় না। গত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে আইএমইডি’র প্রতিনিধি পরিকল্পনা শৃংখলা বজায় রেখে আন্ত:খাত সমন্বয় করার পক্ষে মত প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিও কোন যন্ত্রপাতি অনুকূলে বরাদ্দ শূণ্য করে অন্য যন্ত্রপাতির বরাদ্দ সমন্বয় করা ঠিক নয় মর্মে মতামত দেন। তথাপি আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে বেশ কিছু আইটেম এর বরাদ্দ শূণ্য করে অর্থাৎ ঐ সকল আইটেম ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় । এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে

৩.২ প্রকল্পেরপিসিআরপ্রেরণেঅত্যধিকবিলম্ব: প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে এর ওপর গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিরেব নেতৃত্বে বিসিআইসি ও কেপিএম এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত এবং এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি'র ওপর পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত কমিটি প্রকল্পটি সংশোধন না করে বিদ্যমান প্রকল্প আকারেই সমাপ্ত করার প ক্ষে মত প্রদান করে। প্রতিবে দনটি শিল্প মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে প্রকল্পের ডিপিপি অধিকতর পরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতানৈক্য তৈরী হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ১০/১০/২০১৩ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষনা করে এর সমাপ্তি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু এর পর প্রকল্পটি সমাপ্ত করার নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ সমাপ্ত হয় জুন ২০১০। এর পর অনুমোদনহীনভাবে প্রকল্পটি চমলান রাখা হয়। সর্বশেষে গত ২৩/১১/২০১৫ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ।	৩.২ প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর জুন ২০১১হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত অনুমোদনহীনভাবে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা এবং প্রকল্পটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।
৩.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব(Time Over-run): মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৩ বছর সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৬ মাস বেশী (২০%) বেশি। ২.৫ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ২০% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়। যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অনেক পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।	৩.৩ **ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প প্রণয়ন কালে:** পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over-run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়।
৩.৪ ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের গাফিলতিঃ প্রকল্পটি ৩০ জুন,২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তর উক্ত সময়ের মধ্যে ভবনের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেনি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে ভবনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ যেমন: HT meter, Electrical installation at outside building (Fittings), installation of fire extinguisher at electrical room কাজ সমূহ বাকী থাকে। বারবার তাগাদা দেয়ার পরও গণপূর্ত অধিদপ্তর উক্ত কাজসমূহ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করেনি বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন । অবশেষে প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছরপর অর্থাৎ ০৪ .১১.২০১৫ তারিখে ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ভবন টিবিএসটিআই এর নিকট হস্তান্তর করে । গণপূর্ত অধিদপ্তরের এগাফিলতির কারণে প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এধরণের গাফিলতি মোটেই কাম্য নয়।	৩.৪ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করা এবং ভবন হস্তান্তরে বিলম্বের বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে

৩.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের ডিজাইন ত্রুটিপূর্ণঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দশতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে । কিন্তু ভবনে কোন বেসমেন্ট রাখা হয়নি । উল্লেখ্য, এটি একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা । উক্ত ভবনে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সভা , সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবে । ফলে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের সমাগম হবে । কিন্তু উক্ত ভবনে বেইসমেন্ট না থাকায় ভবিষ্যতে গাড়ী পার্কিংএ মারাত্নক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।	**৩.৫ ভবিষ্যতে উচু ভবনের ডিজাইন প্রণয়ণের সময় ভবনে বেইসমেন্ট রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।**
৩.৬ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর (পৃ: ৭) এ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অব্যয়িত হিসেবে উল্লেখ করা হয় ০.৯৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির তথ্যে এ অব্যয়িত পরিমাণ ১.০১ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ও কার্যক্রম জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হলেও উক্ত অব্যয়িত অর্থ পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। অধিকন্তু প্রকল্পে তিনটি একাউন্টের মধ্যে ১টি ঋণ একাউন্ট, ১টি চলতি এবং অপরটি এসটিডি একাউন্ট। ঋণ একাউন্টে ঋণ আদায় বাবদ ১৭.৫১ লক্ষ টাকা রয়েছে। বাকী ২টি একাউন্টে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থসহ এ একাউন্টে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ, আবেদন পত্র বিক্রয়, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও দরপত্র বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তাগণ জানান। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত অব্যয়িত সমুদয় অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।	**৩.৬** প্রকল্পটি জুন ২০১ ৩ এ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় ভৌত এবং আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসমাপ্তি ঘট লেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অব্যয়িত অদ্যাবধি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী । এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৩.৭ ৪৫৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ৬০ জনের মত ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ১৬.০১ লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণ আদায়ের হতাশাব্যঞ্জক।	**৩.৭.** ৪৫৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ৬০ জনের মত ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ১৬.০১ লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণের রিকভারীর হার হতাশাব্যঞ্জক। এ ঋণ নিয়মিত আদায়ের ব্যপারে বিসিক অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া একজন ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান অবস্থায় বিসিকের রংপুর শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের কর্মবর্তাবৃন্দকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হতে হবে।

বিএমআর অব কেপিএম
প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : বিএমআর অব কেপিএম

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি

৩। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : **শিল্প মন্ত্রণালয়**

৪। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় ও সময়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮১৫৬.৯০	১৮১৫৬.৯০	১৭৪৫৭.০০	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৯	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪	(-) ৬৯৯.৯০ (৩.৮৫%)	৫ বছর (২৫০%)

* নোট: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ৬৯৯.৯ লক্ষ টাকা (৩.৮৫%) কম এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ অনুমোদিত মেয়াদ অপেক্ষা ৫ বছর (২৫০%) বেশী ।

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	পরিমাণ/ সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)*
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব ব্যয়					
	ইন্সপেকশন ফি		১২.৯০		১২.৯০	
	প্রসেস ইকুইপমেন্ট, মেশিনারীজ, স্পেয়ার ও মেটেরিয়ালস		১২৭৩৩.০০		১২১৪৩.১০	
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস		১০২০.৯০		১০২০.৯০	
	সিডি-ভ্যাট এন্ড ট্যাক্সেজ		১২৯৫.০০		১১৮৫.০০	

	ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স অন সিভিল কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস		৮৬.৮০		৮৬.৮০	
	ইনকাম ট্যাক্স ফর এক্সপ্যাট্রিয়েট	৫জন	২৮.০০		২৮.০০	
	ডিজাইন এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং		৩৮২.০০		৩২৮.০০	
	ইরেকশন এবং ইনস্টলেশন		১৫২৮.০০		১৫২৮.০০	
	কমিশনিং, স্টার্টআপ এবং পারফরম্যান্স গারান্টি টেস্ট (পিজিটি)		২৫৪.৭০		২৫৪.৭০	
	নির্মাণকালীন সুদ		৫৮৮.৩০		৫৮৮.৩০	
	ইনসুরেন্স, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়াডিং ইত্যাদি		১২৭.৩০		১২৭.৩০	
	কন্টিনজেন্সী		১০০.০০		১০০.০০	
		সর্বমোট =	**১৮১৫৬.৯০**		**১৭৪৫৭.০০**	

* নোট: প্রকল্পের পিসিআর হতে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি পাওয়া গেলেও বাস্তব অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। পরিদর্শনের পর একাধিকবার বাস্তব অগ্রগতির তথ্য চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি।

৭। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৭.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

কর্ণফুলি পেপার মিলস (কিপিএম) লি: ১৯৫৩ সালে দেশে প্রথম পেপার মিল হিসেবে স্থাপিত হয়। স্থাপনকালে এর বাৎসরিক ৩০,০০০ মে: টন রাইটিং ও প্রিন্টিং গ্রেড পেপার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল। দীর্ঘদিন অব্যাহত উৎপাদনে থাকার কারণে মিলটির অনেক প্ল্যান্ট/ইউনিট এর মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট স্বাভাবিকভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামোসমূহ জরাজীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। অনেক ইউনিট/যন্ত্রপাতির ডিজাইন আয়ু স্কাল শেষ হয়ে গেছে। ব্লিচিং প্ল্যান্ট এর বিল্ডিং, টাওয়ার ও অন্যান্য স্থাপনা (মেকানিক্যাল, ইলকেট্রিক্যাল) অতিমাত্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ঘন ঘন Plant shut down করতে হয়।

এমতাবস্থায়, কারখানার স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/ মেরামতপূর্বক উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো ১০ বৎসর অব্যাহত রাখা, কঠিন ও তরল বর্জ্য দ্বারা পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমানো এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) কেপিএম এর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০,০০০ মে: টন এ পুন: উন্নীতকরণ:

(খ) উৎপাদিত কাগজের ব্রাইটনেস ৭৮ Garge Elerpho (GE) থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬.৫ GE তে উন্নীত করে কাগজের গুণগত মান বৃদ্ধি করা;

৮। প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য:

“বিএমআর অব কেপিএম ” প্রকল্পটি মোট ১৮১৫৬.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নর লক্ষ্যে গত ০৮/১০/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রাক্কলিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ অর্থই জিওবি। পরবর্তীতে ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার সুপারিশের আলোকে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়। আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাবের সাথে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত না হওয়ায় পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে পরিমার্জন, ইটিপি স্থাপন, ডিইংকিং প্লান্ট স্থাপন প্রভৃতি অঙ্গান্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটির সংশো ধন প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি পরবর্তীতে অনুমোদিত হয়নি। প্রকল্পটি ২০১১-১২,২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপি/আরএডিপিতে সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়। ফলে প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৮ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রকল্পটির পিসিআর প্রেরণ করা হয়।

৯। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্প বাস্তবায়নে যে কয়জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন তাদের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন/ খন্ড কালিন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্বকাল
১	প্রকৌশলী এ এস এম হাফিজুদ্দীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	২৭-০৮-২০০৭ হতে ১৬-০২-২০০৮ পর্যন্ত
২	মো: শহীদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক)	খন্ডকালীন	না	১৬-০২-২০০৮ হতে ০৭-০৪-২০০৮ পর্যন্ত
৩	প্রকৌশলী মো: মাহফুজুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	০৭-০৪-২০০৮ হতে ০৪-০৯-২০০৮ পর্যন্ত
৪	এস কে সান্যাল ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	১০-৯-২০০৮ হতে ২৭-০৮-২০০৯ পর্যন্ত
৫	মো: শহীদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক)	খন্ডকালীন	না	২৭-০৮-২০০৯ হতে ১০-০৩-২০১০ পর্যন্ত
৬	জনাব জহিরুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	১০-০৩-২০১০ হতে ২৪-১১-২০১১ পর্যন্ত
৭	মৃত: মো: জাহাঙ্গীর আলম খান চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	০১-১২-২০১১ হতে ০৬-০৯-২০১২ পর্যন্ত
৮	প্রকৌশলী আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	০৬-০৯-২০১২ হতে ২৫-০৩-২০১৪ পর্যন্ত
৯	প্রকৌশলী মো: মোসাব্বেরুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক	খন্ডকালীন	না	২৫-০৩-২০১৪

১০। **প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক অগগতি:**প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অবমুক্তি এ ব্যয়ের তথ্য নিম্নরুপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়	মন্তব্য
২০০৭-২০০৮	৮৬০.০০	৮৬০.০০	৮৬০.০০	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০০৮-২০০৯	৩১০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০০৯-২০১০	৭৯৮৯.০০	৭৯৮৯.০০	৭৯৮৯.০০	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০১০-২০১১	৫৫০৮.০০	৫৫০৮.০০	৫৫০৮.০০	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০১১-২০১২	৬৯৯.৯০	-	-	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০১২-২০১৩	-	-	-	অব্যয়িত অর্থ নেই
২০১৩-২০১৪	-	-	-	অব্যয়িত অর্থ নেই
	১৮১৫৬.৯০	১৭৪৫৭.০০	১৭৪৫৭.০০	

উপরোক্ত টেবিল হতে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বছর হতে প্রকল্পের আর্থিক ব্যয় শুরু হয় যা জুন ২০১৪ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়কালে প্রতিবছরের বরাদ্দের সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং কোন অর্থ অব্যয়িত নেই বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের লেজার হতে দেখা যায়, একটি ব্যাংক (একাউন্ট নং -৬৮, সোনালী ব্যাংক, সিএনএ শাখা) একাউন্টে ১৮.৬২ লক্ষ টাকা স্থিতি রয়েছে। এছাড়া অন্য একটি ব্যাংক একাউন্টে (নং -এসটিডি ৩৬০০০১৩৭১, সোনালী ব্যাংক, চট্টগ্রাম) জমার তুলনায় ৩৪.৭৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য জুন ২০১৪ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষনার পর ২১/০৯/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত উক্ত দুটি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়েছে । এ বিষয়ে ব্যাংক স্টেটমেন্ট সরবরাহ করতে বলা হলে তা পাওয়া যায়নি।

১১। প্রকল্প পরিদর্শন:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর সহকারী পরিচালক জনাব জয়নাল মোল্লা কর্তৃক গত ০৮/০১/২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনা এবং ০ ৯/০১/২০১৬ তারিখে কাপ্তাই পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব প্রকৌশলী মোসাব্বেরুল ইসলামসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিদর্শনের বিস্তারিত নিম্নরূপ:

১১.১। চীপার হাউস: পরিদর্শনকালে বাঁশ থেকে চীপ্স তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত চীপার হাউস পরিদর্শন করা হয়। দেখা যায়, চীপার মিলটি বন্ধ আছে। মোটর অকার্যকর হয়ে পড়ায় চীপার মিল বন্ধ আছে বলে জানা যায়।চীপার হাউসের যন্ত্রপাতি পুরাতন হয়ে গেছে এবং এর পরিবেশ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র-১: চীপার হাউস, চন্দ্রঘোনা

চিত্র-২: ওপেন চীপ সাইলো, চন্দ্রঘোনা

১১.২। সালফিউরিক এসিড ট্রান্সফার পাম্প: সালফিউরিক এসিড ট্রান্সফার পাম্প সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের পর রিজার্ভার ট্যাংকে স্থানান্তরকরণে ব্যবহৃত হয়। পাম্পটি বর্তমানে মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

চিত্র-৩: সালফিউরিক এসিড ট্রান্সফার পাম্প

১১.৩। ডাইজেস্টার এর ভাইব্রেটিং স্ক্রীন ও হাইড্রলিক এসিড ট্রান্সফার পাম্প: পাল্প থেকে ভারী উপাদান আলাদা করার কাজে ব্যবহারের জন্য এ ভাইব্রেটিং স্ক্রীন এবং হাইড্রলিক এসিড উৎপাদনের পর ট্যাংকে স্থানান্তরের জন্য হাইড্রলিক এসিড ট্রান্সফার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিতে মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

চিত্র-৪: ডাইজেস্টার এর ভাইব্রেটিং স্ক্রীন

চিত্র-৫: হাইড্রলিক এসিড ট্রান্সপার পাম্প

১১.৪। কন্ট্রোল প্যানেল ও লাইম ক্লিন এর মাড ফিল্টার: পাল্প মিলের যন্ত্রপাতিসহ সকল ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কন্ট্রোল প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। চুনের কাঁচামাল ক্লে ও লাইম স্টোন এর মিশ্রনেরর পানি আলাদা করা ও তা শুস্ক করার জন্য মাড ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৬ : পাল্প মিলের যন্ত্রপাতিসহ সকল ইউনিটের কন্ট্রোল প্যানেল

চিত্র-৭: লাইম ক্লিন এর মাড ফিল্টার

১১.৫। ব্লিচিং প্লান্ট: ৯৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্লিচিং প্লান্ট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্লান্টটি বন্ধ পাওয়া যায়। পেপার মিলের প্রধান কাঁচামাল পাল্প এর অভাবে মিলটি বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া, এই প্লান্ট দিয়ে উৎপাদিত কাগজে ৮০-৮২ পর্যন্ত GE Whiteness আনয়ন করা যায় বলে কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাগজের Brightness ৭৯ GE থেকে ৮৬.৫ GE এ উন্নীত করা।

১১.৬ ব্লিচিং টাওয়ার ও অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্ট: ব্রাউন পাল্প সাদা করার জন্য ব্লিচিং টাওয়ার ও অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ব্লিচ কেমিক্যাল, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড এবং অক্সিজেন এর মাধ্যমে ব্লিচ করা হয়। এতে কেমিক্যালের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে কাগজের উজ্জলতা (Brightness) বৃদ্ধি পায়।

১১.৭ অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্ট ওব্লিচিং কেমিক্যাল প্লান্ট: বাতাস থেকে অক্সিজেন প্রস্তুত করার জন্য অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ব্লিচ কেমিকেল তৈরীর জন্য ব্লিচিং কেমিকেল প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। মূলত চূনের পানির সাথে ক্লোরিন গ্যাসের মাধ্যমে বিক্রিয়া ঘটাতে এ প্লান্ট কাজ করে।

চিত্র-৮ : ব্লিচিং টাওয়ার ও অক্সিজেন জেনারেশন প্লান্ট

চিত্র-৯: ব্লিচিং কেমিকেল প্লান্ট

১১.৮ চীপ্স কনভেয়ার, স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি:

প্রকল্পের আওতায় কাপ্তাই লেক সংলগ্ন এলাকায় পলম্যান চিপার সাব-স্টেশন এবং পানিউত্তোলনের জন্য মটরসহ ভার্টিকাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যা কার্যকর রয়েছে।

চিত্র-১০ : কাপ্তাই লেক এর পশে অবস্থিত পলম্যান চিপার সাব-স্টেশন

চিত্র-১১ : পানিউত্তোলনের জন্য মটরসহ ভার্টিকাল সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প

১১.৯ প্রকল্পে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য : প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২। কেপিএম এর উৎপাদন চিত্র:প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্বাপর কেপিএম এর ৫ বছরের উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্রনিম্নরূপ:

অর্থ বছর	উৎপাদন (মে. টন)	অর্থ বছর	উৎপাদন (মে. টন)
১৯৯৬-৯৭	৩১,৬৪৯	২০১০-১১	১৭৭৯৬
১৯৯৭-৯৮	৩০,৭৩০	২০১১-১২	২০২৪১
১৯৯৮-৯৯	৩২৮৯৩	২০১২-১৩	২০৭৪১
১৯৯৯-২০০০	৩০৩৪৮	২০১৩-১৪	১৩৭৭৫
২০০০-২০০১	৩২২১২	২০১৪-১৫	১৩০৯৯

প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ের মোট দশ বছরের উৎপাদন চিত্র চাওয়া হলেও কিপিএম কর্তৃপক্ষ তা সরবরাহ করেনি । গত ০৯/০১/২০১৬ তারিখে পরিদর্শনকালীন দেখা যায় যে গত ০৮/০১/২০১৬ তারিখে তিন শিফট এ মোট উৎপাদিত হয় ১৪ মে: টন (৭+৪+৩) । এ হিসাবে মিলের বাৎসরিক উৎপাদন দাড়ায় মাত্র ৪২০০ মে.টন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০ মে: টন এ উন্নীত করা ।

১৩। অন্যান্য প্রসঙ্গিক বিষয়:

১৩.১ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল: পরিদর্শনে জানা যায়, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যেমন চুন, কস্টিক, পাল্প প্রভৃতির অভাবে মিলটি প্রায়শ বন্ধ রাখতে হয়। এ বিষয়ে জানা যায় যে, কাঁচামাল সংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.২ ঘনঘন ব্রেকডাউন: কেপিএম এর ঘনগন ব্রেকডাউন হচ্ছে বলে জানা যায়। ব্রেকডাউন এর কারণে পরদির্শনকালীন মিলটি বন্ধ পাওয়া যায়। শিফট করে সাধারণত মিলটি চালানো হয়। কিন্তু পরিদর্শনের দিন মিলটি এক শিফট চালানো যায় বলে জানা যায়। এ দিন মিলটির উৎপাদন মাত্র ৭ টন হয় বলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করেন।

১৪। বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

১৪.১। **প্রকল্পের আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব যথাযথ হয়নি:** প্রকল্পের আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাবের ওপর গত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"সে সকল যন্ত্রপাতির খাত হতে অর্থ হ্রাস করে সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রেখে সংস্থার রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয় করা হবে না, মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে। "

এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্ত:খাত সমন্বয়ের জন্য পুর্নগ ঠিত ডিপিপিতে (ডিপিপি-পৃষ্ঠা-১৭) বাদ দেয়া আইটেমসমূহ কেপিএম/বিসিআইসির নিজস্ব তহবিল হতে ক্রয় করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে অঙ্গসমূহের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় করা যায় কিন্তু কোন অঙ্গ বাদ দেয়া যায় না । বিগত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে আইএমইডি'র প্রতিনিধি পরিকল্পনা শৃংখলা বজায় রেখে আন্ত:খাত সমন্বয় করার পক্ষে মত প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিও কোন যন্ত্রপাতি অনুকূলে বরাদ্দ শূণ্য করে অন্য যন্ত্রপাতির বরাদ্দ সমন্বয় করা ঠিক নয় মর্মে মতামত দেন। তথাপি আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে বেশ কিছু আইটেম এর বরাদ্দ শূণ্য করে অর্থাৎ ঐ সকল আইটেম ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় ।

১৪.২। **প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণে অত্যধিক বিলম্ব :** প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে এর ওপর গত ১৩/০২/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বিসিআইসি ও কেপিএম এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত এবং এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পুনগর্ঠিত আরডিপিপি'র ওপর পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । উক্ত কমিটি প্রকল্পটি সংশোধন না করে বিদ্যমান প্রকল্প আকারেই সমাপ্ত করার প ক্ষে মত প্রদান করে । প্রতিবে দনটি শিল্প মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে প্রকল্পের ডিপিপি অধিকতর পরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রেরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলে সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতানৈক্য তৈরী হয় । এ প্রেক্ষিতে গত ১০/১০/২০১৩ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষনা করে এর সমাপ্তি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রদানের জন্য

সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। কিন্তু এর পর প্রকল্পটি সমাপ্ত করার নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ সমাপ্ত হয় জুন ২০১০। এর পর অনুমোদনহীনভাবে প্রকল্পটি চমলান রাখা হয়। সর্বশেষে গত ২৩/১১/২০১৫ প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয় ।

১৪.৩। **IDC ব্যয়ে অনিয়ম:** কেপিএম কর্তৃপক্ষ অবহিত করে যে, Interest During construction (IDC) বাবদ ববাদ্দকৃত ৫৮৮.৩০ লক্ষ টাকা সরকারকে নির্মাণকালীন সুদ হিসাবে প্রদানের পরিবর্তে কেপিএম এর কাঁচামাল ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে।

১৪.৪। **ইনসিডেন্টাল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার:** ইনসিডেন্টাল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাবদ ডিপিপিতে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় । উক্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হয়েছে । কোন কোন খাতে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৪.৫। **ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট:** প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয়কর্তৃক জুন ২০১৪ এ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর পর দুই বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হলেও প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয়নি । প্রকল্প চলাকালীন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিজস্ব লোকবল দ্বারা ইন্টারনাল অডিট করা হয় । এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিসিআইসি কর্তৃক এ ধরণের ইন্টারন্যাল অডিট করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।

১৪.৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) কেপিএম এর প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০,০০০ মে: টন এ পুন: উন্নীতকরণ ।	বর্তমানে কেপিএম এর প্রকৃত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২০,০০০ মে: টন । কাঁচামালের স্বল্পতার কারণে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে বলে জানা যায়।
(খ) উৎপাদিত কাগজের ব্রাইটনেস ৭৮ GE থেকে বৃদ্ধি করে ৮৬.৫ GE তে উন্নীত করে কাগজের গুণগত মান বৃদ্ধি করা;	বর্তমানে কেপিএম এর উৎপাদিত কাগজের ব্রাইটনেস ৮০-৮২ GE। কেপিএমএ স্থাপিত মেশিন দ্বারা বাইটনেস ৮৬ GE তে উন্নীত করা সম্ভব বলে জানা যায়। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

১৫। সুপারিশ:

১৫.১। প্রকল্পের আন্ত: খাত সমন্বয় প্রস্তাবে যে সকল যন্ত্রপাতির খাত হতে অর্থ হ্রাস করে সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়, সেগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত রেখে সংস্থার রাজস্ব খাত হতে বাস্তবায়ন করা র শর্তে আন্ত: খাত সমন্বয় করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি সংস্থার রাজস্ব খাত হতে সংগ্রহ করা হয়নি। এতে মূল ডিপিপির অনুশাসনের ব্যত্যয় এবং উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (অনুচ্ছেদ ১৪.১ দ্রষ্টব্য)।

১৫.২। আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় করা যায় কিন্তু কোন অঙ্গ বাদ দেয়া যায় না। গত ০১/০৩/২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার মাধ্যমে আইএমইডি 'র প্রতিনিধি পরিকল্পনা শৃংখলা বজায় রেখে আন্ত:খাত সমন্বয় করার পক্ষে মত প্রদান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিও কোন যন্ত্রপাতি অনুকূলে বরাদ্দ শূণ্য করে অন্য যন্ত্রপাতির বরাদ্দ সমন্বয় করা ঠিক নয় মর্মে মতামত দেন। তথাপি আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবে বেশ কিছু আইটেম এর বরাদ্দ শূণ্য করে অর্থাৎ ঐ সকল আইটেম ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয় । এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে (অনুচ্ছেদ ১৪.১ দ্রষ্টব্য)।

১৫.৩। প্রকল্পটির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর জুন ২০১১হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত অনুমোদনহীনভাবে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা এবং প্রকল্পটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.২ দ্রষ্টব্য)।

১৫.৪। Interest During Construction (IDC) বাবদ ববাদ্দকৃত ৫৮৮.৩০ লক্ষ টাকা সরকারকে নির্মাণকালীন সুদ হিসাবে প্রদানের পরিবর্তে কেপিএম তা মিলের কাঁচামাল পাল্প ক্রয়ে ব্যবহার করায় পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলার ব্যত্যয় হয়েছে। এ ক্রয় কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৪.৩ দ্রষ্টব্য)।

১৫.৫। ইসিডেন্টাল ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ১০০.০০ লক্ষ টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় হয়েছে তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ খাতের ব্যয়ের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৪ দ্রষ্টব্য)।

১৫.৬। প্রকল্পটি জুন ২০১৪ এ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত ঘোষিত হওয়ার পর পর দেড় বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও প্রকল্পের ইন্টারন্যা ল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয়নি যা অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৪.৫ দ্রষ্টব্য)।

১৫.৭। ব্যাংক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি জুন ২০১৪ এ সমাপ্ত হলেও এর পরবর্তী সময়ে উক্ত ব্যাংক একাউন্ট হতে লেনদেন পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়েও উক্ত ব্যাংক একাউন্টে অর্থ স্থিত রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে সকল আর্থিক অনিয়মের তদন্ত করত: দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণকরবে।

১৫.৮। মোট ১৭৫.০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পরও প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বিসিআইসি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য কয়েকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিসিআইসি'র প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাব আছে। তাই ভবিষ্যতে বিসিআইসি র প্রকল্প গ্রহণকালে পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের Performance বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরীজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন (১ম সংশোধিত)

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। **প্রকল্পের নাম** : মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরীজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন (১ম সংশোধিত)

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ** : **শিল্প মন্ত্রণালয়।**

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা ও চট্রগ্রাম ।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত ** বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২৯৫.০০ (জেডিসিএফ-১৯৯৫.০০)	২২২৫.০০ (জেডিসিএফ-২০০০.০০)	২০২০.৩০ (জেডিসিএফ-১৯০২.২৮)	জানুয়ারী,২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১১	জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি জুন ২০১৪)	জানুয়ারী,২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	(-) ২৭৪.৭২ (১১.৯৭)	২ বছর ৬মাস (৮৩.৩৩%)

* নোট: মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় ২৭৪.৭২ লক্ষ টাকা (১১.৯৭%) কম এবং প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ মূল পরিকল্পিত মেয়াদ হতে ২ বছর ৬মাস (৮৩.৩৩%) বেশী ।

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	**রাজস্ব ব্যয়**					
১	বেতন ও ভাতাদি	জন	১৬.৪৫	৫	১৩.৬০	৫ (১০০.০০)
৭	সরবারহ ও সেবা		৮.০০		৭.৯০	(৯৯.৬২)
৮	ভাড়ায় ক্রয় (মাইক্রবাস)	সংখ্যা	১২.০০	১	০.০০	(০.০০)
৯	অন্যান্য		১৪.০০		১০.৮০	(৭৭.১৪)
১০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		৬.৫৫		৫.৩০	(৮০.৯১)

খ)	**মূলধন অংশ (সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়)**					
১১	মোটরযান	সংখ্যা	২০.০০	১	১৯.৯৪	১ (১০০.০০)
১২	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮৫৪.০০	১৮৭	৭০৭.৩৮	১২৮ (৭০.০০)
১৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য	সংখ্যা	২৩.০০	৩০	২০.২৭	৩০ (১০০.০০)
১৪	আসবাবপত্র		১৫.০০	২০৫	১৪.১০	১১৫ (৬০.০০)
১৫	নির্মাণ ও পূর্ত	ব:মি:	১১০০.২৮	৪০৪৬.৪৫	১০৯০.৬৮	৪০৪৬.৪৫ (১০০.০০)
১৬	ভাতাদি বিবিশ মূলধন		১৫.৭২		১৫.৩৩	(৯৭.৪৫)
১৭	সিডি ভ্যাট		১৪০.০০		১১৫.০০	(৮২.০০)
		সর্বমোট =	**২২২৫.০০**		২০২০.৩০	**৯১.০০**

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে দখো যায় যে, বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি এবং ফার্নিচার এর একটি বড় অংশ ক্রয় করা হয়নি। ল্যাব যন্তপাতি ক্রয় না করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, একাধিকবার টেন্ডার আহবান করা সত্বেও সরবরাহকারী না পাওয়ায় কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়নি। তবে এতে ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত হবেনা বলে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্নিচার কম ক্রয়ের বিষয়ে পিসিআরএ উল্লেখ করা হয় যে, আসবাবপত্র এর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিমাণ হ্রাস করে আসবাবপত্র কম ক্রয় করা হয়েছে।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৮.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবার মানই হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী, Metrology Services এবং প্রত্যয়ন পদ্ধতি (Certification System) Accredited হলেই কেবলমাত্র বাংলাদেশী পন্যসমূহ বিদেশে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। পণ্যসমূহকে Accredited পর্যায়ে নিতে হলে ল্যাবরেটরী, Metrology Services এবং প্রত্যায়নের পদ্ধতিকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও SAPTA চুক্তির আওতায় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, কসমেটিক্সসহ অন্যান্য অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশ হতে আমদানী এবং অনেক দেশে রপ্তানী করা হয়। উল্লেখিত পণ্যের গুনাগুন পরীক্ষার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ ল্যাবরেটরী ও দক্ষ জনবল আবশ্যক। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) এর আধুনিকীকরণের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) Accreditation এর জন্য ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ ও সংস্করণ।

(খ) বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর জন্য Sophisticated যন্ত্রপাতি ক্রয় ।

(গ) ক্যালিব্রেশন, টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশনের Accredited সুবিধা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় এবং চট্রগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের ল্যাবরেটরীসমূহ উন্নীতকরণ।

(ঙ) ভোক্তা সাধারণের নিকট Accredited quality সম্পন্ন পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। |

৮.৩। প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি ২২৯৫.০০ লক্ষ টাকা (জেডিসিএফ-২০০০.০০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর২০১১ মেয়াদে বাস্তবয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৩/০৫/২০৯ তারিখে অনুমোদিত হয় ।পরবর্তীতে ২২২৫.০০ (জেডিসিএফ-২০০০.০০) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রস্তাব গত ১১/০১/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর পরপ্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে

এর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে আন্ত: খাত সমন্বয় করা হয় । সর্বশেষ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৩ এর পরিবর্তে জুন ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় ।

৮.৪ প্রকল্প পরিচালকঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
	জনাব মোহাম্মদ আলী উপ পরিচালক, বিএসটিআই	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	০৮-০৭-২০০৯ হতে ৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত

৯। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক কর্তৃক গত ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং গত ২৯/০৭/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের চট্টগ্রাম অংশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

৯.১ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরুপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আরডিপিপি তে সংস্থান	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
২০০৮-০৯	১২২.৫৬	১৯১.০০	১৯১.০০	১২২.৫৮	৬৮.৪২	অব্যয়িত ৬৮.৪২ লক্ষ টাকার বিপরীতে চালানের মাধ্যমে ৬২.৭৪ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০০৯-১০	৪১১.২৭	৪১৫.০০	৪১১.২৭	৪১১.২৭	০০.০০	কোন অর্থ অব্যয়িত না থাকলেও ৩.৭৪ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০১০-১১	৩৭৩.২৭	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৩.২৭	০১.৭৩	অব্যয়িত ১.৭৩ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০১১-১২	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫২৫.২৮	২৪.৭২	অব্যয়িত ২৪.৭২ লক্ষ টাকার বিপরীতে চালানের মাধ্যমে ২৪.৫৮ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০১২-১৩	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০	৩৬৬.৯৬	৫৮.০৪	অব্যয়িত ১.৭৩ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
২০১৩-১৪	৩৪২.৯০	২৫৬.০০	২৩১.০০	২২০.৯৪	১০.০৬	অব্যয়িত ১.৭৩ লক্ষ টাকা চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
মোট =	২২২৪.১	২২১২.০০	২১৮৩.২৭	২০২০.৩০	১৬২.৯৭	

৯.২ প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

৯.২.১ ভবন নির্মাণ:

আওতায় নির্মিত৪ তলা ভবনটি পরিদর্শন করা হয়। আরডিপিপিতে প্রকল্পে ৪০৪৬.৪৫ ব:মি: আয়তনের ভবন নির্মাণের জন্য ১১০০.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয়। এই প্রাক্কলনের বিপরীতে ১০৯০.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০৪৬.৪৫ ব:মি: আয়তনের ৪ তলা বিশিষ্ট ভবনটি পিডব্লিউডি কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে।

View of JDCF Funded Building

৯.২.২ প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিঃ

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়যোগ্য এবং প্রকৃত ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির তালিকা নিম্নরুপঃ

উইং এর নাম	আরডিডিপি অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান	চুক্তি মূল্য	প্রকৃত যন্ত্রপাতি সংখ্যা	ক্রয় করা হয়নি
মেট্রোলজী উইং	১১৬টি	১৮৫.৬৪	৮৯ টি	২৭
কেমিক্যাল উইং	২৬টি	১৬২.৭৫	২৫টি	১
ফিজিক্যাল উইং	০৯টি	৮৮.১৫	০৭টি	২
টেক্সটাইল ল্যাব	০২সেট	২০৭.৮৭	০২ সেট	০
ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব	২২টি	৬১.৭৫	০৫টি	১৭
মোট	১৭৫টি	মোট	১২৮টি	মোট ৪৭

৯.২.৩ ল্যাবরেটরী ভিত্তিক ক্রয়কৃত উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতির বিবরণ:

৯.২.৩.১ মেট্রোলজি ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতিঃ

বিএসটিআই চত্বরে নির্মিত নতুন ভবনে মেট্রোলজি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়ে ছে । উক্ত ল্যাব এর জন্যSecondary Standards Weights, Working Standards Weights, Working Standards Platform Scales (৪)Secondary Standards Capacity Measure, Working Standard length measures, Working Standards Prover Tank প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় /সংগ্রহ করা হয়েছে। মেট্রোলজী ল্যাব এ স্থাপিত যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি নিম্নরুপ :

Secondary Standards Weights (F1 Class)

Working Standards Weights

Standard Prever Tank 100L

High Temperature Furnace 1400 c

৯.২.৩.২ ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতি

নতুননির্মিত ভবনে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়ে ছে। উক্ত ল্যাব এর জন্য Hot Bath regulated system, Hydraulic Pressure Testing Machine for PVC/G.I pipe with all fitting, Automatic Compressive Strength Machine and Accessories, Abrasion Resistance Tester for Glass Ceramic, Chipping Tester for Ceramic Table ware, Air Oven (Digital Display) প্রভৃতি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি নিম্নরুপ :

PVC / GI pipe testing machine

Ceramic Testing Equipments

৯.২.৩.৩ ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতি

নির্মিত নতুন ভবনে স্থাপি ত ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবরেটরী র জন্য CCA & High rate discharger, Reserve capacity tester, Cold cranking performance tester,Life cycle testing equipment, Charge acceptance test equipment প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি নিম্নরুপ :

LAS Battery Testing Equipment (another view)

LAS Battery Testing Equipment

৯.২.৩.৪ টেক্সটাইল ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতি

নির্মিত নতুন ভবনে স্থাপি ত টেক্সটাইল ল্যাবরেটরী র জন্য Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS) with all relevant accessories & reagents to run the GCMS and auto sampler (২) High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) with UV and Fluorescent indicator প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতিনিম্নরুপ :

Azo dye & Formaldehyde determination equipment (GCMS and HPLC)

Autoclave

৯.২.৩.৫ কেমিক্যালল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতি: বিএসটিআই চত্বরে নির্মিত নতুন ভবনে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাব এর জন্যAutomatic Distillation unit for gasoline, Kerosine and other petroleum oil including soft ware and safety heater rods, Automatic nitrogen/protein analyzer: complete digestion, distillation, tit ration unit with all accessories, High Temperature Furnace, Autoclave প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। কেমিক্যাল্ল্যাবরেটরীতে স্থাপিত যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি নিম্নরূপ :

Automatic Distillation for gasoline , kerosine and other pertroleum

Automatic Nitrogen/Protein analyzer

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং পিসিআর অনুযায়ী এর অর্জন নিম্নরূপ:

উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) Accreditation এর জন্য ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ ও সংস্করণ।	১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৪ তলা ভবন ঢাকা বিএসটিআই চত্বরে নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম বিএসটিআই এর বিদ্যমান ভবন সংস্কার করা হয়েছে।
(খ) বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর জন্য Sophisticated যন্ত্রপাতি ক্রয় ।	কিছু যন্ত্রপাতি ব্যতিত বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর জন্য Sophisticated যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে ।
(গ) ক্যালিব্রেশন, টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশনের Accredited সুবিধা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের ল্যাবরেটরীসমূহ উন্নীতকরণ।	ক্যালিব্রেশন, টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশনের Accredited সুবিধা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসের ল্যাবরেটরীসমূহ উন্নীতকরণ করা হয়েছে।
(ঘ) ভোক্তা সাধারণের নিকট Accredited quality সম্পন্ন পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	বর্তমানে ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং জাতীয় মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী Accreditation এর জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
(ঙ) রপ্তানী এবং সাটিফিকেশন ও এক্রেডিটেশন এর জন্য বিএসটিআইকে শক্তিশালীকরণ ।	ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী এবং জাতীয় মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীতে Accreditation প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

১১। পর্যালোচনা :

১১.১। আসবাবপত্রক্রয়:

আরডিপিপি অনুযায়ী ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৫ সংখ্যক আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও প্রকৃত পক্ষে ১৪.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাত্র ১১৫ সংখ্যক আসবাবপত্রক্রয় করা হয়েছে। অর্থাৎ কাজের পরিধি ব্যাপক ভাবে (প্রায় ৪০%) হ্রাস করা হয়েছে।

১১.২। ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ:

আরডিপিপি অনুযায়ী ৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮৭ সংখ্যক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও ৭০৭.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৮ সংখ্যক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এতে কাজের পরিধি প্রায় ৩০% হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক কম গুরুত্বপূর্ণ ল্যাব যন্ত্রপাতি দরপত্র আহবান করে সরবরাহকারী না পাওয়া ক্রয় করা যায়নি।

১১.৩। অব্যয়িত অর্থ জমাদান:

প্রকল্পের পিসিআর মোতাবেক ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬৮.৪২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকলেও চালানের মাধ্যমে ৬২.৭৪ লক্ষ টাকা কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কোন অর্থ অব্যয়িত না থাকলেও ৩.৭৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে জমা দেয়া হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরের অব্যয়িত ২৪.৭২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৪.৫৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

১১.৪ যন্ত্রপাতি ও ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার:

সাধারনত প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি এবং/নির্মিত ভবনাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও মেরামতের অভাবে এদের স্থায়ীত্ব হ্রাস পায়। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ রকম যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

১১.৫ দক্ষ জনবল নিয়োগ/পদায়ন:

বিএসটিআই এর যে সকল উইং এর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে সে সকল উইং এ প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ/পদায়ন করা প্রয়োজন।

১২। সুপারিশঃ

১২.১। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী আসবাবপত্র এর পরিমাণ/পরিধি ব্যাপক ভাবে (প্রায় ৪০%) হ্রাস করার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে কিনা তা শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করবে(অনুচ্ছেদ ৭ ও ১২.১ দ্রষ্টব্য)।

১২.২। আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরিমাণ/পরিধি ব্যাপক ভাবে (প্রায় ৩০%) হ্রাস করা হয়েছে। এ বিষয়টিও শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করবে (অনুচ্ছেদ ৭ ও ১২.২ দ্রষ্টব্য)।

১২.৩। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬৮.৪২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকলেও চালানের মাধ্যমে ৬২.৭৪ লক্ষ টাকা কোষাগারে জমা প্রদান করা, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কোন অর্থ অব্যয়িত না থাকলেও ৩.৭৩ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া, ২০১১-১২ অর্থ বছরের অব্যয়িত ২৪.৭২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৪.৫৮ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করার বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১০.১ ও ১২.৪ দ্রষ্টব্য)।

১২.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ এবং নির্মিত ভবন যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রতিবছরে রাজস্ব খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে।

১২.৫ যে সকল উইং এর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে সে সকল উইং এ প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ/পদায়ন করতে হবে।

১২.৬। উপরোক্ত সুপারিশ নং ১৩.১ হতে ১৩. ৫ এর আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

“শতরঞ্চি শিল্পেরউন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর),-রংপুর’
প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৪)

১। প্রকল্পের অবস্থান : নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর,সদর উপজেলা,রংপুর।

২। বাস্তবায়নকারীসংস্থা : বাংলাদেশক্ষুদ্রওকুটিরশিল্পকরপোরেশন (বিসিক)

৩। প্রশাসনিকমন্ত্রণালয়/ বিভাগ : শিল্পমন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পেরবাস্তবায়নসময়ওব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮৭.৩০	-	৩৬৬.৬৭	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	(-) ২০.৬২ ৫.৩২%	১ বছর

* মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় ২০.৬২ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।

৫। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সারণি-২: প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	রাজস্ব ব্যয়:					
১.	সরবরাহ ও সেবা					
১.১	যাতায়াত খরচ	থোক	২.৪০	থোক	২.৪০	১০০.০০
১.২	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	থোক	০.৩০	থোক	০.৩০	১০০.০০
১.৩	ডাক	থোক	০.৪৫	থোক	০.২০	১০০.০০
১.৪	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৭	১০০.০০
১.৫	টেলেক্স/ফ্যাক্স	থোক	০.১৫	থোক	০.১৩	১০০.০০
১.৬	বিদ্যুৎ	থোক	১.৫০	থোক	১.৪০	১০০.০০
১.৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৩.০০	থোক	২.৯৮	১০০.০০
১.৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	১.৪০	থোক	১.৪০	১০০.০০

১.৯	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	১.০০	থোক	০.৯০	১০০.০০
১.১০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৬৬০ জন	১৩৪.০০	৬৬০ জন	১৩২.৯৮	১০০.০০
১.১১	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	০.৯০	১০০.০০
১.১২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	০.৬০	থোক	০.৫৫	১০০.০০
১.১৩	নিরাপত্তা ব্যবস্থা (ভাড়ায়)	থোক	১.৮০	থোক	১.৮০	১০০.০০
১.১৪	সম্মানী	থোক	২.০০	থোক	১.৯০	১০০.০০
১.১৫	কপি/অনুলিপি ব্যয়	থোক	০.৫০	থোক	০.৪৬	১০০.০০
	অন্যান্য ব্যয়					১০০.০০
১.১৬	বিবিধ	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	১০০.০০
১.১৭	প্রাথমিক ব্যয়	থোক	০.৪০	থোক	০.৪০	১০০.০০
১.১৮	ফ্রি স্যাম্পল/প্রদর্শনী স্যাম্পল	থোক	১.৬০	থোক	১.৫৯	১০০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		১৫৩.১০		১৫১.৫২	
খ)	**মূলধন ব্যয়:**					
২.	নির্মাণ ব্যয়					
২.১	সংযোগ সড়ক কার্পেটিং	২৬.৯৫ ব:মি:	০.৬৮	২৬.৯৫ব:মি:	০.৬৮	২৬.৯৫ ব:মি (১০০%)
২.২	ভুমি উন্নয়ন	৩১৫.৮৪ ব:মি:	০.৩৮	৩১৫.৮৪ ব:মি:	০.৩৮	৩১৫.৮৪ ব:মি: (১০০%)
২.৩	আধা-পাকা প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ	৩৩৩.০৮ ব:মি:	২৩.৮৬	৩৩৩.০৮	২৩.৮৬	৩৩৩.০৮ (১০০%)
২.৪	১ম তলা বিশিষ্ট বিক্রয় ও প্রদর্শণী কেন্দ্র স্থাপন	৫৫.৭৬ ব:মি:	৪.০০	৫৫.৭৬ ব:মি:	৪.০০	৫৫.৭৬ ব:মি: (১০০%)
২.৫	শো-রুম পার্টিশন ও ডেকোরেশন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
২.৬	প্রধান ফটক	০৫.৫৭ ব:মি:	০.২৮	০৫.৫৭ ব:মি:	০.২৭	০৫.৫৭ ব:মি: (১০০%)
২.৭	বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক
২.৮	ঋণ		২০০.০০	৬৬০	১৮১.০০	৪৫৩ (১০০%)
	সর্বমোট =		**৩৮৭.৩০**		**৩৬৬.৬৭**	**৯৫%**

প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়ন:

৫.১ সরবরাহ ও সেবা: সরবরাহ ও সেবা অঙ্গের আওতায় প্রশিক্ষণ (১৩২.৯৮লক্ষ), যাতায়ত (২.৪০ লক্ষ), অতিরিক্ত কাজের ভাতা (০.৩০ লক্ষ), পোস্টেজ (০.২০ লক্ষ), টেলিফোন (০.৪৭ লক্ষ), ফ্যাক্স ও টেলেক্স (০.১৩ লক্ষ), বিদ্যুৎ বিল (১.৪০ লক্ষ), প্রচার ও বিজ্ঞাপন (০.৯০ লক্ষ), আপ্যায়ন (০.৯০ লক্ষ), পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা (০.৫৫ লক্ষ), নিরাপত্তা (১.৮০ লক্ষ), প্রশিক্ষক ও রিসোর্স পারসন সন্মানী (১.৯০ লক্ষ),ফটোকপি (০. ৪৬ লক্ষ), বিবিধ ব্যয় (০.৫০ লক্ষ), প্রাথমিক ব্যয় (০.৪০ লক্ষ) ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে মোট বরাদ্দ ১৫৩.১০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মোট ১৫১. ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯৬ % হলেও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% ।

৬। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :

সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে প্রকল্পের আত্ততায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই ।

৭। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

৭.১। প্রকল্পের পটভুমি :

মোঘল আমলে শতরঞ্চি শিল্পের বিকাশ ঘটলেও১৮৩১ সালে রংপুর জেলার তদানিন্তন কালেকটর ব্রিটিশ নাগরিকমি:নিশবেত এ শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ পরবর্তীতে রংপুর জেলার শত রঞ্চি শিল্প এলাকাটিকে নিশবেতগঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়। এখানে তাঁতীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব হতে ফ্লোর ম্যাট এবং ওয়ালম্যাট তৈরী করে আসছে। তাদের পণ্যের গুণগতমাণ বেশ ভাল। তাদেরকে সরকারী সহায়তা প্রদান করতে পারলে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশেও রপ্তানী করা যাবে।

গত ১২/০৪/২০০৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে শিল্প সচিবকে রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন নিশবেতগঞ্জ শতরঞ্চি পল্লী পরিদর্শনপূর্বক তাঁতীদের কিভাবে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে বিসিক হতে বিগত আগস্ট ২০০৯ মাসে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃ ষ্ণপুর গ্রামের তাঁতীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ''শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন (নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর),-রংপুর'' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ । প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনকল্পে ৬৬০ জন তাঁতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(খ) প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করা ;

(গ) ৬৬০ জন তাঁতীকে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান; এবং

(ঘ) ৩৩৩.০৮ বর্গ মিটার বিশিষ্ট উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

৭.৩। প্রকল্প অনুমোদনঃ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর উল্লেখিত প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৩৮৭.৩০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই২০১০ হতে জুন ২০১৩জন্য গত ০৯/০৯/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১(এক) বছর জুলাই ২০১০ হতেজুন ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৭.৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

সারণি-২: প্রকল্প পরিচালকের তথ্য

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
১।	জনাব শংকর কুমার দাস	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	২২-৯-২০১০ হতে ২৩-৬-২০১১ পর্যন্ত
২।	জনাব টি, এম, সাহেব উল্লাগ	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	০২-৮-২০১১ হতে ০৩-০৪-২০১২ পর্যন্ত
৩।	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	হ্যাঁ	০৯-০৪-২০১২হতে প্রকল্প সমাপ্তিপর্যন্ত

৮। **প্রকল্প পরিদর্শন ও** বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:গত ৫/০৩/২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা নিশবেতগঞ্জ ও রাঁধাকৃষ্ণপুর, রংপুর পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।প্রকল্প পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্য হতে নিম্নরুপ বাস্তবায়ন চিত্র পাওয়া যায়:

৮.১ **প্রকল্পের আর্থিক** অগ্রগতি: প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৯৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির তথ্য নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো:

সারণি-৩: **বছর ভিত্তিক** আর্থিক **অগ্রগতি**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থের অবস্থা
২০১০-১১	৪১.০০	৪১.০০	৪০.৪৫	০.৫৫	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১১-১২	১০৬.০০	১০৬.০০	৯৭.১৮	৮.৮২	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১২-১৩	১৪২.০০	১৪২.০০	১৩২.০০	১০.০০	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১৩-১৪	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০৫	০.৯৫	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
মোট =	৩৮৭.০০	৩৮৭.০০	**৩৬৬.৬৭**	**২০.৩২**	

পর্যবেক্ষণ

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর (পৃ: ৭) এ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অব্যয়িত হিসেবে উল্লেখ করা হয় ০.৯৫লক্ষ টাকা। অন্যদিকে প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির তথ্যে এ অব্যয়িত পরিমাণ ১.০১ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ও কার্যক্রম জুন ২০১৩ এ সমাপ্ত হলেও উক্ত অব্যয়িত অর্থ পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি। অধিকন্তু প্রকল্পে তিনটি একাউন্টের মধ্যে ১টি ঋণ একাউন্ট, ১টি চলতি এবং অপরটি এসটিডি একাউন্ট। ঋণ একাউন্টে ঋণ আদায় বাবদ ১৭.৫১ লক্ষ টাকা রয়েছে। বাকী ২টি একাউন্টে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থসহ এ একাউন্টে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ, আবেদন পত্র বিক্রয়, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও দরপত্র বিক্রয়বাবদ প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তাগণ জানান। নিয়ম অনুযায়ী উক্ত অব্যয়িত সমুদয় অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৮.২ মতবিনিময় সভা

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং ঋণ গ্রহীতাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সাথে মত বিনিময়ে জানা যায় ২ মাসের এ প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয় ।

চিত্র-১:মতবিনিময় সভার একাংশ

চিত্র-২:মতবিনিময় সভার একাংশ

কারণ প্রশিক্ষার্থীদে র অধিকাংশই (৯০%) মহিলা এবং অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন । এদের শতরঞ্চি বিষয়ক বিভিন্ন ড্রয়িং, ডিজাইন ইত্যাদির ওপর তাত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য এ দু 'মাস সময় পর্যাপ্ত নয়।উপস্থিত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী সকলেই প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২মাসের পরিবর্তে ৩মাস করার প্রস্তাব করেন । তারা তাদেরকে প্রদেয় দৈনিক ভাতা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০০ টাকা করারও প্রস্তাব করেন। কেননা তারাযখন শতরঞ্চি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তখন তাদের অন্যান্য আয়ের উৎসসহ গৃহস্থালীর সকল কাজ বন্ধ রাখতে হয়।

৮.৩ প্রশিক্ষণ প্রদান

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২টি ট্রেডে (প্রশিক্ষণ কোর্স) ৬৬০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । ট্রেড দুটি হচ্ছে মকমল সুতা দ্বারা শতরঞ্চি তৈরী এবং পাটের সুতলী দ্বারা শতরঞ্চি তৈরী | মোট ৫ জন প্রশিক্ষক হাতে কলমে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন । ৪৪টি ব্যাচের প্রতিটিতে ১৫ জন করে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২মাস (৫০ প্রশিক্ষণ দিবস)। এ ৫০ দিবসের জন্য প্রতি প্রশিক্ষনার্থীকে প্রতি দিন ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ খাতে ডিপিপিতে মোট ১৫৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় । এ র মধ্যে ১৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।

৮.৪ ঋণ প্রদান

প্রকল্পের আওতায় ৬৬০ জনকে ২০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করার কথা থাকলেও ৪৫৩ জনকে ১৮১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে । ঋণের পরিমান ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত । তবে অধিকাংশ উদ্যোক্তাকে ৪০,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে । বার্ষিক ৫% হারে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্তে এই ঋণ দেয়া হয়েছে। ডিপিপিতে সুদবিহীন ঋণ সুবিধা দেয়ার কথা থাকলেও ৫% হারে সার্ভিস চার্জ নেয়ার কথা বলেন কর্মকর্তাবৃন্দ । ১৮১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করলেও গত ১৬/০৩/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মাত্র ১৬.০১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে।

সারণি-৪: ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রাপ্ত তহবিল	মঞ্জুরীকৃত ঋণ		বিতরণকৃত ঋণ		আদায়কৃত ঋণ
		সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	
২০১০-১১	-	-	-	-	-	-
২০১১-১২	৪১.০০	১০৩	৪১.০০	১০৩	৪১.০০	০.৩৯
২০১২-১৩	৭২.০০	১৮০	৭২.০০	১৮০	৭২.০০	৩.৮৮
২০১৩-১৪	৬৮.০০	১৭০	৬৮.০০	১৭০	৬৮.০০	৬.৪১
২০১৪-১৫	-	-	-	-	-	৫.৩৩
	১৮১.০০	৪৫৩	১৮১.০০	৪৫৩	১৮১.০০	১৬.০১

পর্যবেক্ষণ:

৪৫৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ৬০ জনের মত ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ১৬.০১ লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণ আদায়ের হতাশাব্যঞ্জক।

৮.৫ বিদ্যমান ভবন মেরামত ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ

প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের ১টি প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান ভবন মেরামত, বৈদ্যুতিক কাজ, এপ্রোচ রোড কার্পেটিং, এমএস গেট নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন। এ অঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে ৪.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। গত ২১/০২/২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল এবং দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় উক্ত কাজের দরপত্র আহবান করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় |এতে ৩টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে । এর মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠান ২টির মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় ১৭/০৪/২০১২ তারিখে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স,৩৭ সাউথ টুটপাড়া, খুলনা 'কে নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড (NOA) প্রদান করা হয় । পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি উক্ত কাজ করতে সম্মত হওয়ায় গত ০৮/০৫/২০১২তারিখে ৪.০৮ লক্ষ (চার লক্ষ আট হাজার) টাকায় মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স'র সাথে

চুক্তি সম্পাদিত হয় । চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে কার্য সম্পাদন করার কথা থাকলেও তা আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যমান ভবন মেরামত সহ আনুষঙ্গাকি কার্যক্রম সেপ্টেম্বর ২০১২ এ সম্পন্ন হয়। কিন্তু উক্ত কাজের চুড়ান্ত বিল ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে প্রদান করা হয় । পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ নিম্নরুপ:

পর্যবেক্ষণ:

(১) বিদ্যমান ভবন মেরামতের জন্য ডিপিপিতে ৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এ ব্যয়ে উক্ত বিদ্যমান ভবনটি মেরামত করা হয়েছে। চিত্র-১ এ দেখা যায় যে, ভবনের ভেতরের কক্ষে ফলস্ সিলিং লাগানো হয়েছে এবং ফ্লোরে ইট বিছানো হয়েছে। কিন্তু চিত্র- ২ এ দেখা যায় উক্ত ভবনের বারান্দার টিন শেডের নিচের কাঠের সিলিং এর কোন সংস্কার করা হয়নি।

চিত্র-৩: বিদ্যমান ভবনের কক্ষে নির্মিত ফলস্ সিলিং

চিত্র-৪: বিদ্যমান ভবনেরবরান্দার একাংশ

(২) **এপ্রোচ রোড কার্পেটিং ও ভূমি উন্নয়ন:** এপ্রোচ রোড কার্পেটিং এর জন্য জন্য ডিপিপিতে ০.৬৮ লক্ষ টাকা করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান (চিত্র-৫)। এছাড়া ০.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১৫.৮৪ ঘণ মিটার ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে (চিত্র-৬)।

চিত্র-৫:এপ্রোচ রোড কার্পেটিং

চিত্র-৬: ভূমি উন্নয়ন কাজ

(৩) প্রধান ফটক (এমএস গেট) নির্মাণ

০.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান ফটক নির্মা ণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ফটকের কপাট লোহার তৈরী এবং ওজনে বেশ ভারী।কিন্তু কবাট দুটি দুই পাশের যে কংক্রিটের কলামের সাথে লাগানো হয়েছে তাতে ইতোমধ্যে ফাটল ধরেছে এবং কংক্রিট হতে খোয়া, সিমেন্ট, বালু আলগা হয়ে কয়েকটি স্থানে ধ্বসে গেছে। একটি কপাটের আংটার জোড়া আলগা হয়ে গেছে। যে কোন মূহূর্তে ফটকটি ভেঙ্গে পড়তে পারে বলে আশংকা রয়েছে।

চিত্র-৭: ক্ষতিগ্রস্ত এমএস গেট এর ডান পাশ

চিত্র-৮: ক্ষতিগ্রস্ত এমএস গেট এর বাম পাশ

৮.৬ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ :

৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ তলা বিশিষ্ট বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। প্রদর্শনী কেন্দ্রটি টীন সেড দ্বারা নির্মিত। টীন শেডের সিলিং লোহার তৈরী কিন্তু উক্ত লোহার কোন রং না করায় তাতে ইতোমধ্যে মরিচাপড়ে গেছে।এখানে মোট ৪টি সিলিং ফ্যান এবং ২টি টিউব লাইট ও ১টি ডিম লাইট রয়েছে কার্যকর রয়েছে। বিক্রয়কেন্দ্রটির বাইরের দরজার চৌকাঠে ব্যবহৃত কাঠে ফাটল দেখা দিয়েছে অর্থাৎ কাঠ সিজনড না করেই ব্যবহার করা হয়েছে বিধায় তা লাগানোর পর শুকিয়ে সংকুটিত হওয়াতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র-৯: বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের মরিচা পড়া লোহার সিলিং

চিত্র-১০: বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের দরজার ক্ষতিগ্রস্ত চৌকাঠ

৮.৭ ওয়ার্কার শেড নির্মাণ

প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের ১টি প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে সেমিপাকা ওয়ার্কার শেড নির্মাণ। এ অঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপিতে ২২.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। গত ২ ৮/০৫/২০১১ তারিখে দৈনিক সমকাল এবং ৩০/০৫/২০১১ তারিখে দৈনিক যুগের আলো পত্রিকায় উক্ত কাজের দরপত্র আহবান করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এতে ২২টি প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। প্রতিষ্ঠান ৪টির মধ্যে সর্বনিম্ন

দরদাতা হওয়ায় ১৭/০৪/২০১২ তারিখে বিজয়ী প্রতিষ্ঠান মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স,৩৭ সাউথ টুটপাড়া, খুলনা 'কে নোটিফিকেশন অফ এ্যাওয়ার্ড (নোয়া) প্রদান করা হয় । পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি উক্ত কাজ করতে সম্মত হওয়ায় গত ০৮/০৫/২০১২তারিখে ২১.৭৭ লক্ষ (একুশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকায় মেসার্স জিয়াউল ট্রেডার্স'র সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় । চুক্তি অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে কার্য সম্পাদন করার কথা থাকলেও তা আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করা হয়। সেমিপাকা ওয়ার্কার শেড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গাকি কার্যক্রম অক্টোবর ২০১২ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। কিন্তু উক্ত কাজের চূড়ান্ত বিল ১৮/০৭/২০১২ তারিখে প্রদান করা হয় ।

পর্যবেক্ষণ

(১) **সিলিং এ মরিচা পড়া:** ওয়ার্কার শেড টীন দ্বারা নির্মিত । টীন শেডের নিচে অবস্থিত লোহারসিলিং এ কোন রং না করায় তাতে ইতোমধ্যে মরিচাপড়ে গেছে। এ অবস্থায় থাকলে অচিরেই তা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২) **নষ্ট সিলিং ফ্যান:**ওয়ার্কার শেড এ ১৮টি সিলিং ফ্যানের প্রভিশন রাখা হয়েছে । পরিদর্শনের সময় ১৮টির মধ্যে ফ্যান লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায় ১২টি । বাকী ৬টি ফ্যান অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় তা খুলে রাখা হয়েছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তাগণ জানান । তবে যে ১২টি ফ্যান সিলিং এ লাগানো অবস্থায় পাওয়া যায় তারও বেশ কয়েকটি অচল অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকল্প পরিচালক জানান এ গুলো কানেকশনের সমস্যার কারণে অচল হয়ে থাকতে পারে । তবে বাকী নষ্ট ৬টি ফ্যানের বিষয়ে জানতে চাইলে সদুত্তর পাওয়া যায়নি । সাধারণত সিলিং ফ্যানে ১০-১২ বছর গ্যারান্টি/ওয়ারেন্টি থাকে । সে খানে ২-৩ বছরের মধ্যেঅধিকাংশ ফ্যান অকার্যকর হওয়ার বি

চিত্র-১১: ১৮টি ফ্যানের স্থানে মাত্র কয়েকটি ফ্যান দৃশ্যমান

চিত্র-১২: বারংবার বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলে সৃষ্ট অবস্থা

(৩) **নষ্ট টিউব লাইট:** ওয়ার্কার শেড এ ২২টি টিউব লাইটের ব্যবস্থা রাখা হয় । যে কয়টি আছে তার মধ্যে মাত্র ৬টি লাইট জলতে দেখা যায় । অন্য লাইটগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বলে প্রকল্প কর্মকর্তাগন জানান । লাইটগুলো অতি নিম্মমাণের বলে প্রতীয়মান হয় ।

(৪) **বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট:** ওয়ার্কার শেড এর ওয়ারিং এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ যথাযথ হয়নি কারণ, একটি ফিউজ সংযোগ দেয়ার সাথে সাথে তাতে শর্ট সার্কিট হয়ে ধোয়া বের হতে থাকে । এ বিষয়ে জানা যায় ইতিপূর্বেও এ স্থানে শট সার্কেট হয়েছে এবং বারবারধোয়া বের হওয়ার কারণেস্থানটি তে ঘনকালো দাগ পড়ে গেছে । বিষয়টির প্রতি প্রকল্প পরিচালক দৃষ্টি দেননি এবং তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যে কোন সময়ে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।

৮.৮ পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতা

প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পিসিআরটি যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। পিসিআর এ নিম্নোক্ত অসংগতি পরিলক্ষিত হয়:

১। পিসিআর এ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ও এর অগ্রগতি ডিপিপি অনুসারে করা হয়নি।

২। অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন এ টার্গেট হতে প্রকৃত অগ্রগতি কম হওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক ছিলেন তিন জন। তথ্য প্রদান করা হয়েছে এক জনের।

৪। ক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়নি।

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনকল্পে ৬৬০ জন তাঁতীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ;	প্রকল্পের আওতায় ২টি ট্রেডে ৬৬০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ) প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করা	৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ তলা বিশিষ্ট বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।
(গ) ৬৬০ জন তাঁতীকে ২০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান	প্রকল্পের আওতায় ৪৫৩ জনকে ১৮১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঘ) ৩৩৩.০৮ বর্গ মিটার বিশিষ্ট উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ	বিদ্যমান ভবন মেরামত, বৈদ্যুতিক কাজ, এপ্রোচ রোড কার্পেটিং, এমএস গেট নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন ইত্রাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০। প্রকল্পের কার্যকরতা:

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শতরঞ্চি শিল্পের অভুতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে শতরঞ্চি তাঁতীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০০ জনে দাড়িয়েছে। এছাড়া, ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত শতরঞ্চি পণ্যের উৎপাদন ছিল আনুমানিক ৩০,০০০ব:ফু:। ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত এ উৎপাদন দাড়ায় আনু: ২,২৫,০০০ব:ফু:। অর্থাৎ প্রকল্পের মাধ্যমে এ শিল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এ খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং শতরঞ্চি শিল্পের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পটির উন্নয় নের লক্ষ্যে 'নিশবেতগঞ্জ শতরঞ্চি তাঁতী উন্নয়ন সমবায় সমিতি' নামের শতরঞ্চি তাঁতীদের একটি সমিতি রয়েছে, তবে এর তেমন কোন কার্যক্রম নেই বলে জানা যায়। সমবায় সমিতিটি কার্যকর করা গেলে এ শিল্পের আরও উন্নয়ন করা সম্ভব। স্থানীয় বিসিক এর কর্মকর্তাবৃন্দের এ সমবায় সমিতিটি কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিদর্শনকালে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে জানা যায়। আরও বড় পরিসরে এ কার্যক্রম চালনোর জন্য উপস্থিত সকলেই কর্মকর্তাবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

১১। প্রকল্পের জনবল:

প্রকল্পের আওতায় মোট ৬ জন জনবল পেষণে নিয়োগ করা হয়েছে । এর মধ্যে প্রকল্প পরিচালক ১ জন, সহকারী প্রকৌশণী ১ জন, হিসার রক্ষক ১জন, হিসাব রক্ষক কাম- ক্যাশিয়ার ১ জন, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন ও এমএলএসএস ১ জন ও বার্তাবাহক ১জন। বিসিকের বিদ্যমান জনবল হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১২। সুপারিশ:

১২.১ প্রকল্পটি জুন ২০১ ৩ এ সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় ভৌত এবং আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অব্যয়িত অদ্যাবধি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা আর্থিক ও পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী(অনুচ্ছেদ ৮.১ দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ ৪৫৩ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে মাত্র ৬০ জনের মত ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করেছেন। ১৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ১৬.০১ লক্ষ টাকা পরদির্শন সময় পর্যন্ত আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণের রিকভারীর হার হতাশাব্যঞ্জক। এ ঋণ নিয়মিত আদায়ের ব্যপারে বিসিক অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া একজন ঋণ আদায়কারী কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান অবস্থায় বিসিকের রংপুর শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের কর্মবর্তাবৃন্দকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আরো সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৪ দ্রষ্টব্য)।

১২.৩ প্রকল্প সমাপ্তির ১ (এক) বছর আতিবাহিত না হতেই নির্মিত ফটকের কপাটদুটির কংক্রিটের কলামে ফাটল ধরা, কংক্রিট হতে খোয়া, সিমেন্ট, বালু আলগা হয়ে কয়েকটি স্থানে ধ্বসে যাওয়া, কপাটের আংটার জোড়া আলগা হয়ে যাওয়া হতে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত কাজের গুণতমান অত্যন্ত খারাপ। বিষয়টি পরীক্ষা করে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ৮.৫(৩) দ্রষ্টব্য)।

১২.৪ নির্মিত ওয়ার্কার শেড এ ১৮টি সিলিং ফ্যানের অধিকাংশ ইতোমধ্যে অচল হয়ে যাওয়া, অধিকাংশ টিউবলাইট নষ্ট হয়ে যাওয়া, বারংবার বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হওয়া এবং এ বিষয়ে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ৮.৭ দ্রষ্টব্য)।

১২.৫ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পিসিআর (পৃ: ৭) এবং প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতির তথ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থের পরিমাণে গড়মিল পরিলক্ষিত হয় যা সংশোধন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৮.৮ দ্রষ্টব্য)।

১২.৬ কর্মসংস্থা সৃষ্টি, শতরঞ্জি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এ ধরণের কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ও প্রশিক্ষণের মেয়াদবৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষকদের ড্রইং-ডিজাইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য)।

১২.৭ স্থানীয় বিসিক এর কর্মকর্তাবৃন্দ শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয় নের লক্ষ্যে ‘নিশবেতগঞ্জ শতরঞ্জি তাঁতী উন্নয়ন সমবায় সমিতি’ কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে(অনুচ্ছেদ ১০ দ্রষ্টব্য)।

১২.৮ ভবিষ্যতে প্রকল্প পরিচালকগণকে পূর্ণাঙ্গ পিসিআর প্রণয়নে যথাযথ তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে এবং পিসিআর আইএমইডিতে প্রেরণের পূর্বে শিল্প মন্ত্রণালয় তা নিশ্চিত করবে।

১৩.৯ এ প্রকল্পের আওতয়ায় নির্মিত অবকাঠামোগুলো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এ জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে ।

১৩.১০ উপরোল্লিখিত সুপারিশ নৃ ১৩.১ হতে ১৩.৯ এর আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে ।

Establishment of the Office for South Asian Regional Standard Organization (SARSO) in Bangladesh (Revised)

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : **Establishment of the Office for South Asian Regional Standard Organization (SARSO) in Bangladesh (Revised)**

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : তেজগাঁও, ঢাকা

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

৪। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ** : **শিল্প মন্ত্রণালয়**

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয় (প্রঃ সাঃ)**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল (প্রঃ সাঃ)	**সংশোধিত (প্রঃ সাঃ)**		**মূল**	সর্বশেষ **সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২১১.৯২	২২০৭.৪৮	২০৪৮.৪৩	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	**- ১৬৩.৪৯** লক্ষ টাকা কর্ম (-৭.৩৯%)	**৬মাস (২০%)**

*** প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা১৬৩.৪৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে।**

৬। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৬	৭	৮	৯
	ক) রাজস্ব ব্যয়				
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৫.০০	LS	১.২৬	LS
	মোট =	৫.০০			
৬৮০০	খ) মূলধন অংশ (সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়)				
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৫.০০	১২	**৬.৬৬**	১৬
৬৮১৯	**অফিস সরঞ্জাম**	৪.১৫	০৮		
১৯.৯২	**আসবাবপত্র**	১৯.৯২	৬১+LS	**৯.৩১**	১০৩

৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহন/ক্রয়	১৫০০.০০	১৫ কাঠা	**১৫০০.০০**	১৫ কাঠা
৭০০০	**অফিস ভবন নির্মাণ**	৬৫৯.৮৫	১৩৩৪.৬৩ বঃমিঃ	৫৩১.১৯৭৫	১৩৩৪.৬৩ বঃমিঃ
	উপমোট (খ)	**২১৮৮.৯২**		২০৩১.২০	
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	১১.৯৫		_	-
	(ঘ) প্রাইজ কনটিনজেন্সি	১.৬১		_	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =	**২২০৭.৪৮**		২০৪৮.৪৩	

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের অধীনে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বর্তমান বিশ্বায়নে সার্কভূক্ত দেশসমূহের প্রতিটি দেশই বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছে । এ সকল সমস্যা দূরীকরণে একটি আঞ্চলিক স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনুভূত হয়। তদপ্রেক্ষিতে কাঠমুন্ডতে ২৬/০৫/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সার্ক স্ট্যান্ডর্ডস কো-অর্ডিনেশন বোর্ড সভায় সার্ক রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস বডি স্থাপিত হয়। উক্ত সার্ক কো-অর্ডিনেশন বডির ৩য় সভায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। SARSO প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০৮ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ১৫তম সার্ক সন্মেলনে সার্কভূক্ত ৮টি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চক্তিটি বাংলাদেশ Ratification করেছে। এই চুক্তি তে SARSO অফিসের লোকেশন ঢাকা হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে SARSO এর অফিস ঢাকায় স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) সার্কভুক্ত দেশসূহের মধ্যে বাণিজ্যের কারিগরি বৈষম্য দুরীকরণ এবং এ অঞ্চলে পণ্য ও সেবার প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সার্ক দেশসমূহের National Standards Harmonization আনয়ন করা ;

(খ) সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে Conformity assessment বিষয়ে National Standards Standard Bodies এর মধ্যে তথ্য ও Expertise আদান প্রদান করা;

(গ) সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে Common mark of Conformity প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না তার সম্ভাবনা যাচাই করা; এবং

(ঘ) উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঢাকায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) এর অফিস বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা ।

৯। **প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখিত প্রকল্পটি ২২১২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে জুন২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১২/০৫/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয় ।পরবর্তীতে ২২০৭.৪৮লক্ষ টাকাপ্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির সংশোধিত প্রস্তাব গত ০৩/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় । অতঃপর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৩ এর পরিবর্তে জুন ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় ।

১০। **প্রকল্প পরিচালকঃ**

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	একের অধিক প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কিনা	প্রকল্প পরিচালকদেক দায়িত্ব কাল
১.	ড. সৈয়দ হুমায়ুন কবির পরিচালক, বিএসটিআইড	না	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	১২/০১/২০১২ হতে ০৭/০২/২০১৪
২.	মো: সাইদুল ইসলাম উপ পরিচালক	না	“	না	২১/০৫/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪

১১। প্রকল্প পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ:

গত ০৩/০৫/২০১৬ তারিখে আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল কর্তৃক প্রকল্প এলাকা বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: সাইদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক অর্থ বছরে অব্যয়িত অর্থ বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তকৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
২০১১-২০১২	২০.০০	২০.০০	১৯.০৪৪	০.৯৫৬	সরাকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১২-১৩	২০০.০০	২০০.০০	১৯৮.৪৫১	১.৫৪৯	সরাকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
২০১৩-১৪	৪৫২.০০	৩৩৯.৩৮	৩৩০.৯৩	৮.৪৫	সরাকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
মোট =	৬৭২.০০	৫৫৯.৩৮	৫৪৮.৪৩	১০.৯৫৫	সরাকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

- ১৫ কাঠা জমির মূল্য ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা ইন কাউন্ড হিসাবে দেখানো হয়েছে। পিসিআর এ অন্তভূক্ত করা হয়নি।

১২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) সার্ক দেশসূহের মধ্যে বাণিজ্যের কারিগরি বৈষম্য দুরীকরণ এবং এ অঞ্চলে পণ্য ও সেবার প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে সার্ক দেশসমূহের National Standards Harmonizationআনয়ন করা ।	Harmonization এর কাজ শুরু হয়েছে। ফলে উদ্দেশ্য সফল বলে প্রতীয়মান হয়।
(খ) সার্ক দেশসমূহের মধ্যে Conformity assessment বিষয়ে National Standard Bodies এর মধ্যে তথ্য ও Expertise আদান প্রদান করা।	সার্কভূক্ত দেশ স মূহ হতে প্রতিনিধি সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
(গ)সার্ক দেশসমূহের মধ্যে Common mark of Conformity প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না তার সম্ভাবনা যাচাই করা ।	সার্ক দেশসমূহের মধ্যে Common mark of Conformity প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না তার সম্ভাবনা যাচাই করার কাজটি এখনও শুরু হয়নি ।
(ঘ) উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঢাকায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) এর অফিস বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা ।	ঢাকায় South Asian Regional Standard Organization (SARSO) এর অফিস বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের প্রধান প্রধানক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক দরপত্র বিজ্ঞপ্তি থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত দুটি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়:

প্যাকেজ নং–১: আলোচ্য প্রকল্পের আওতায়দশ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিন তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ১৮.০৪.২০১২ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে ২৪.০৯.২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০.১১.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্প অফিসের তথ্য মতে ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৩০.০৬.২০১৪ তারিখে অর্থাৎ ভবন নির্মাণে চুক্তির মেয়াদের চেয়ে ৭ মাস বেশী সময় ব্যয় হয়েছে।

প্যাকেজ নং-GD1 ও GD2: আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের লক্ষ্যে ২৪.১০.২০১৩ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে ০৫.১২.২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মেয়াদ ছিল ১৮.১২.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত। চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দ্রব্যাদি সরবরাহ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৪। বাস্তবায়ন/বিদ্যমান সমস্যাঃ

১৬.১. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (**Time Over-run**): মূল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৩ বছর সময় ব্যয় হয়েছে যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৬ মাস বেশী(২০%) বেশি| ২.৫ বছরেবাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ২০% বেশী সময়ে বাস্তবায়ন কাম্য নয়| যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অনেক পূর্বেই সুফল পাওয়া যেতো।

১৬.২. **ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের গাফিলতিঃ** প্রকল্পটি ৩০ জুন,২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তর উক্ত সময়ের মধ্যে ভবনের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেনি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে ভবনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক কাজ যেমন: HT meter, Electrical installation at outside building (Fittings), installation of fire extinguisher at electrical room কাজ সমূহ বাকী থাকে।বার বার তাগাদা দেয়ার পরও গণপূর্ত অধিদপ্তর উক্ত কাজ সমূহ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করেনি বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন। অবশেষে প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পর অর্থাৎ ০৪.১১.২০১৫ তারিখে ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে ভবনটি বিএসটিআই এর নিকট হস্তান্তর করে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের এ গাফিলতির কারণে প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।এ ধরণের গাফিলতি মোটেই কাম্য নয়।

১৬.৩. **প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের ডিজাইন ত্রুটিপূর্ণঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দশ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট চার তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু ভবনে কোন বেসমেন্ট রাখা হয়নি। উল্লেখ্য, এটি একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা। উক্ত ভবনে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবে। ফলে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমাগম হবে। কিন্তু উক্ত ভবনে বেইসমেন্ট না থাকায় ভবিষ্যতে গাড়ী পার্কিং এ মারাত্নক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

১৬.৪. **ভবনে নির্মিত অফিসারদের কক্ষের সাথে সংযুক্ত টয়লেট সমূহের টয়লেট সামগ্রী নিম্নমানের এবং এর আকার অত্যন্ত ছোটঃ** ভবনে কর্মকর্তাদের বসার কক্ষের এটাচড টয়লেট সমূহে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে এবং টয়লেট সমূহের আকার অত্যন্ত ছোট। উল্লেখ্য, উক্ত ভবনে সার্কভুক্ত বিভিন্ন দেশের কর্মকর্তাগণ অফিস করেন। সুতরাং অফিস কক্ষ সহ সংযুক্ত টয়লেট সমূহের যে মানের হওয়া উচিত ছিল সেভাবে নির্মাণ করা হয়নি। পরিদর্শন একজন নেপালী কর্মকর্তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি টয়লেটের আকার ও সামগ্রীর বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৬.৫. অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হওয়া: পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০১ বার অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং অডিট টীম কর্তৃক প্রদেয় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ৩টি আপত্তি এখনো নিস্পন্ন করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দুত নিস্পন্ন করা প্রয়োজন।

১৬.৬. **যন্ত্রপাতিতে স্থায়ীভাবে স্টিকার না লাগানোঃ** প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত আসবাবপত্রে স্থায়ীভাবে স্টিকার লাগানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কেননা এতে বোঝা যাচ্ছে না যে সেগুলো এ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা।

১৫। সুপারিশঃ

১৭.১. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প প্রণয়নকালে পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over-run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়েরমধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়(অনু:১৬.১);

১৭.২. প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদের মধ্যে ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করা এবং ভবন হস্তান্তরে বিলম্বের বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৬.২);

১৭.৩. ভবিষ্যতে উচু ভবনের ডিজাইন প্রণয়ণের সময় ভবনে বেইসমেন্ট রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৩);

১৭.৪. দেশের ভাবমূর্তির বিষয়টি বিবেচনা করে ভবিষ্যতে আর্ন্তজাতিক সংস্থার ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক মান বজায় রেখে ভবন নির্মাণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৬.৪);

১৭.৫. আর্থিকস্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে (অনু:১৬.৫);

১৭.৬. এ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত মালামালসমূহে স্থায়ীভাবে স্টীকার লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (অনু: ১৬.৫);

১৭.৭. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি ও সংগৃহীত সরঞ্জামাদি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিএসটিআই প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখবে;

১৭.৮. অনুচ্ছেদ ১৪.১ হতে ১৪.৭ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।